লিপি
কলকাতা, মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট ২০১৭
Kolkata•Tuesday•August 22, 2017
Arthik Lipi, Page 3

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে র‍্যাগিং

প্রতিবাদ করায় ছাত্রকে বেধড়ক মার

স্টাফ রিপোর্টার : টেকনো ইন্ডিয়ার এক প্রথমবর্ষের ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের ছাত্র সুমন বিশ্বাসকে র‍্যাগিং করার অভিযোগ, উঠল বিটেক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দ্বিতীয়বর্ষের দশ থেকে বারো জন ছাত্র তাকে একাধিকবার র‍্যাগিং ও মারধর করে। এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হয়েছে সল্টলেক ইসিপিএস থানায়।

সুমন যা জানিয়েছে তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। তার অভিযোগ, পরিচয় করার নাম করে সিনিয়াররা ক্লাস থেকে শিক্ষকদের বের করে র‍্যাগিং চালাত। বেশ কয়েকদিন ধরে টানা র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়েছে তাকে। প্রথমে তাকে বোতল মাথায় নিয়ে নাচতে বলা হয়। সে বোতল মাথায় নিয়ে নাচতে অস্বীকার করে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করে তারা। মাথায়, মুখে আঘাত করা হয় তাকে। মাটিতে ফেলে লাথি-ঘুসি মারা হয়। একাধিকবার র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে সোমবার দুপুরে সে ইসিপিএস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিটেকের দশ ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আক্রান্ত ছাত্র জানিয়েছে, আমাকে পরিচয় করানোর নাম করে গান গাইতে বলে বিটেক দ্বিতীয়বর্ষের জনা দশ-বারো ছাত্র। মাথায় বোতল নিয়ে হাঁটতে বলা হয়। কিন্তু আমি কোনওটাই করতে রাজি হইনি। সেই কারণেই আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকী চেয়ার-টেবিল দিয়েও তাকে মারা হয় বলে অভিযোগ সুমন বিশ্বাসের। তার কথায়, যখনই আমি গান গাইতে অস্বীকার করি সিনিয়াররা আমাকে লাঠি,চড়, ঘুসি মারতে থাকে। শুধু তাই নয়, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করে অভিযুক্তরা। গোটা বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে সুমন। কিন্তু এ ব্যাপারে সেইভাবে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। ওই কলেজেই একটি অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল রয়েছে। গোটা বিষয়টি জানানোর পরেও কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। জানা গেছে, কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল রয়েছে। সেখানেও অভিযোগ জানিয়েছিল সুমন, কিন্তু অভিযোগ জানানোর পর তারা সিনিয়রদা ফের তাকে হুমকি দেয়। কার্যত বাধ্য হয়ে সে থানায় অভিযোগে জানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। প্রসঙ্গত টেকনো ইন্ডিয়ার সল্টলেক ক্যাম্পাসে শুক্রবার সাত ছাত্রকে গ্রেফতার করেছিল ইসিপিএস থানার পুলিশ। মারামারি করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সল্টলেকে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। (ইনসেটে) সুমন বিশ্বাস।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত কসবার প্রান্তিক পল্লি

স্টাফ রিপোর্টার : সিন্ডিকেট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কসবা এলাকায়। ইমারতি দ্রব্যের কেনাবেচা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যা ছিল বহুদিনের, যা রবিবার রাতে বড় আকার ধারণ করে। এই ঘটনায় থানায় দুই গোষ্ঠির তরফ থেকেই অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাত ১২টা নাগাদ কসবা এলাকার প্রান্তিক পল্লির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কথাকাটাকাটি ক্রমে বড় আকার নেয়। উভয় পক্ষ একে অপরের উপর চড়াও হয়। স্থানীয় একটি ক্লাবে তারা ভাঙচুর চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাতভর উত্তেজনার পরিবেশ ছিল কসবার ওই এলাকা। এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রতে থেকে সোমবার সারাদিন পুলিশি টহল চলে। প্রান্তিক ক্লাবের সামনেও বসানো হয় পুলিশ পিকেট। এদিকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলায় দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। যাদের ভর্তি করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কসবা থানাকে বিশেষ নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের ডিসি বদনা বরুণ চন্দ্রশেখর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কসবা থানা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সিন্ডিকেটের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা ছিল। এরা দুই পক্ষই শাসক গোষ্ঠির ছত্রছায়ায় বলে এলকার বাসিন্দাদের দাবি। ইমারতি দ্রব্যের জিনিস কেনাবেচা নিয়ে দুই সিন্ডিকেটের মধ্যে নিত্যদিন সংঘর্ষ লেগেই থাকে, যাতে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়। দুই পক্ষই প্রান্তিক ক্লাবের সদস্য। দিনু যাদব ও প্রভাস অধিকারীর মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়। দিনু যাদব প্রান্তিক ক্লাবে বসেই এদিন মদ্যপান করছিল যখন সেখানে চড়াও হয় প্রভাস অধিকারী ও তার দলবল। দুই পক্ষের মধ্যেই তীব্র কথাকাটাকাটি শুরু হয়। একে অপরের উপর ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় থাকা বাঁশ, লাঠি, হকি স্টিক দিয়ে মারধোর শুরু করে। প্রভাস অধিকারীর দলবল ক্লাবে ভাঙচুর চালায় বলেও অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় দিনু যাদবের গোষ্ঠীর দু'জন। এই ঘটনায় সোমবার আশিষ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছাড়া প্রভাস অধিকারী। অভিযুক্তদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। একাধিকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরব হলেও ফের প্রকাশ্যে এল গোষ্ঠী সংঘর্ষ।

কলেজ স্কোয়ারের সুইমিং পুলে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার: কলেজ স্কোয়ারের সুইমিং পুলে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ এসেছে পুরসভায়। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখবে পুরসভা। সোমবার এমনটাই জানালেন মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া এবং উদ্যান) দেবাশিস কুমার। এদিন তিনি বলেন,'এই সুইমিং পুলে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেয়েছি। তা সত্যি কিনা পুরসভা খতিয়ে দেখবে। যারা এই পরিকাঠামো তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযোগ সত্যি হলে বেআইনি নির্মাণের ভাঙার কাজ শুরু হবে।

কাজল ঘোষের মৃত্যুতে অনেকটাই সতর্ক হয়েছে পুরসভা। যাতে এমনটা আর না ঘটে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং যতটা জল তোলা প্রয়োজন ততটুকু জলই তোলা হবে বললেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

গ্রেফতার ভুয়ো চিকিৎসক

স্টাফ রিপোর্টার : শহর থেকে ফের এক ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত খবর পেয়ে এন্টালি থানা এলাকার একটি ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গ্রেফতার করে এক ভুয়ো চিকিৎসককে। ধৃত মহম্মদ আলফাজ উদ্দিন পার্কস্ট্রিট থানা এলাকার নবাব আব্দুল রহমান স্ট্রিটে বাড়ি। বছর ৩৫-এর ওই যুবক পুলিশের কাছে বিহার সরকারের রেজিস্ট্রেশনে একটি জাল সার্টিফিকেট দেখায়। এন্টালির ছাতুবাবু লেনে আলফা ক্লিনিকে সে বেশ কিছুদিন ধরেই 'জোনারেল ফিজিশিয়ান' হিসাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর। কোনও রেজিস্ট্রেশন বা নির্ভরযোগ্য কোনও সার্টিফিকেট তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। যার থেকে প্রমাণিত হয় সে চিকিৎসক বলে জানান কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বিশাল গর্গ।

স্কুলে যাওয়ার পথে বালি বোঝাই লরিতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু পাঁচ বছরের শিশুর

স্টাফ রিপোর্টার : বাবার বাইকে করে রোজই স্কুলে যেত ছোট্ট ইসাবুল। সোমবারও সেই রুটিনের কোনও হেরফের হয়নি। তবে এই যে শেষবারের মতো স্কুলে যাওয়া তা হয়ত টেরও পায়নি বছর পাঁচেকের ইসাবুল মোল্লা। বালি বোঝাই লরিই কেড়ে নিল ক্লাস ওয়ানের এই ছাত্রের প্রাণ। ঘটনাটি ঘটে পাথরঘাটা বাজারের কাছে। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ নিউটাউনের পাথরঘাটা এলাকার একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে ছেলেকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন জামালপাড়ার বাসিন্দা রফিকুল মোল্লা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পাথরঘাটা বাজারের কাছে একটি লরি এসে বাইকটিকে ডানদিকে চেপে দেয়। রাস্তার ধারে বাইকটি দাঁড় করাতেই প্রথমে একটি অটো ধাক্কা মারে, আচমকা ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে যায় পাঁচ বছরের ইসাবুল। বাইক থেকে পড়ে যান রফিকুল মোল্লাও। সামনের দিক থেকে আসা একটি বালি বোঝাই দশচাকার লরি ছোট্ট ইসাবুলের পেটের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। প্রতিদিনের মতোই সোমবারও নিজের একমাত্র ছেলে ইসাবুলকে বাইকে করে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন জামালপুর লাউহাটির বাসিন্দা রফিকুল মোল্লা। চোখের সামনেই ছেলেকে পিষে যেতে দেখে চিৎকার করে ওঠেন বাবা রফিকুল মোল্লা। তবে ততক্ষণের মধ্যে সব শেষ। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিত হয়ে যায় দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষও। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ধরে ফেলে লরিটিকে। ভাঙচুরও করা হয়। তবে বেগতিক দেখে লরি ছেড়ে চম্পট দেয় চালক ও খালাসি। খবর দেওয়া হয় শিশুটির স্কুলে। ছুটে আসেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। শুরু হয় পথ অবরোধ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে নিউটাউন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভ দেখানো হয় পুলিশকে ঘিরেও। প্রায় ঘন্টাখানেক বিক্ষোভের পর পুলিশের আশ্বাসে তুলে নেওয়া হয় অবরোধ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই এলাকায় এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশকে বলেও কোনও লাভ হয়নি। রাতবিরেতে সিন্ডিকেটের লরি বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না। এমনকী নিষেধ সত্ত্বেও কীভাবে বালি বোঝাই লরি সকাল ৯ টায় এই এলাকায় প্রবেশ করে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। লরিটির চালক ও খালাসির খোঁজে তল্লাশিও চলছে।

ঘাতক লরিটিতে ভাঙচুর উত্তেজিত জনতার। —নিজস্ব চিত্র।

নিউটাউনে বিক্ষোভ-ভাঙচুর

জিএসটি'র প্রতিবাদে সোমবার বন্ধ রাখা হয় ধর্মতলার এই মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। এদিন শহরে সব মিষ্টির দোকানই বন্ধ ছিল।

পুরসভার কাজে খুশি এডিবি

এডিবি'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়।

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা পুরসভার কাজে খুশি এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। সোমবার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন এডিবির এক প্রতিনিধি দল। সেই বৈঠকেই কলকাতা পুরসভার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এডিবির প্রতিনিধিরা। এমনই দাবি মেয়রের।

তিনি বলেন, 'এডিবির একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে বৈঠক করে। তাঁরা যে টার্গেট দিয়েছিল তা আমরা পূরণ করেছি। তাতে তাঁরা খুশি। এটা ভারত তথা এশিয়ার মধ্যে কলকাতা পুরসভার সর্বোচ্চ সাফল্য হিসাবে ধরা যেতে পারে।'

মেয়র আরও বলেন, 'কলকাতা পুরসভার এই সাফল্যের জন্য যাতে তারা প্রশংসা পত্র দেয় সে ব্যাপারে বলেছি।

সেক্ষেত্রে কলকাতার কাছে সেটি গর্বের ব্যাপার হবে।' পুরসভার এই সাফল্যের জন্য কেআইটি এবং কলকাতাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মেয়র। কলকাতা পুরসভার কাজে খুশি এডিবি আরও টাকা দিতে রাজি হয়েছে বলে দাবি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের।

তিনি বলেন, এডিবি আরও গ্র্যান্ট দিতে রাজি হয়েছে। আমরা তার ডিপিআর দিয়ে দেব। মেয়র আরও বলেন, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে এডিবির প্রতিনিধিরা জানতে চেয়েছে। বিভিন্ন সার্ভিস প্রোভাইডাররা কলকাতায় বিনা মূল্যে ওয়াইফাই পরিষেবার ব্যবস্থা করে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।' শহরের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যাতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো যায় সে ব্যাপারেও এডিবির সঙ্গে কথা হয়েছে বলে দাবি মেয়রের।

নিউটাউন থেকে বাস রুট সরিয়ে ফের লেকটাউনে এল ২১৫

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতার বেলতলা মোটর ভেহিকেলসের পক্ষ চলতি বছরেই ২১৫ এবং ২১৫/১ নম্বর রুটের বাসগুলিকে নিউটাউনের আকাঙ্খা মোড় থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সোমবারই সেই রুটে বাসগুলি যাতায়াত করা শুরু করলে লেকটাউনের কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা বাসগুলি আটকে দেয়। এরপরেই ওই রুটের বাস মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সকাল ৮-র পর বাসের যাত্রী পরিবহণ বন্ধ করে দেয়। ফলে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। কারণ এই দু'টি রুটের বাসগুলি আগে লেকটাউন ভিআইপি রোড এবং যশোর রোড থেকে হাওড়া পর্যন্ত পরিষেবা দিত। কিন্তু সাম্প্রতিক দিনে নিউটাউনের ইকোপার্ক এলাকা থেকে মানুষের হাওড়া পর্যন্ত পরিবহণের প্রয়োজনীয়তার কারণে কলকাতার পিভিডি'র কাছে বাস রুটের আবেদন করা হয়। সেই মতো গত বছরের ডিসেম্বর মাসে এই রুটের পক্ষ থেকে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে লেকটাউনের জায়গায় কেবলমাত্র নিউটাউনে বাসের স্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায়। পরে চলতি বছরেই সেই অনুমতি পাওয়ার পরে সোমবার থেকেই বাসগুলি যাত্রা শুরু করে। কিন্তু তাতেই বাধার সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বোস জানিয়েছেন, 'আমাদের এখানে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই বাসগুলি যাত্রী পরিবহণ করত। এতে এলাকার মানুষের সুবিধাই হত। তবে বর্তমানে আমাকে না জানিয়ে সেই রুটটির বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিউটাউনে। সেই কারণেই মানুষ তাদের ক্ষোভ প্রশমন করতে পারেনি।' এদিকে এই ঘটনার পরে সোমবার রাজ্যের পরিবহণ দফতরের সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'আমরা এই জট কাটানোর জন্য পিভিডির ডিরেক্টর এবং স্থানীয় বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বাস মালিকদের সঙ্গেও আলোচনা করে একটা সমাধান সূত্রে বের করা হবে।' যদিও গোটা ঘটনায় সারাদিন বন্ধ হয়ে থাকে ওই দু'টি রুটের বাসের পরিবহণ। তবে সুজিতবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, 'মঙ্গলবার থেকে বাসগুলি ফের লেকটাউন থেকেই চলা শুরু করবে।'